তাহাদের কথা

মাহমুদা রুনু

বিরোধী রাজ্যে তাহারা সকলেই
এক বর্তমানে,
চলেছে একই গন্তব্যে।
এখানে বৃষ্টি দেখার অবকাশ নেই।
আকাশের দিকে চেয়ে
মেঘেদের অনির্দিষ্ট চলা
মোহিত করে না, অবকাশ নেই।

দিনের দৈনন্দিন করচা
মর্টগেজে বাধা,
সপ্তাহ শেষের আকর্ষন
দাওয়াত।
খাবারের বাহুল্যে পরিপুর্ন রাজনীতি চর্চা;
এদেশের রাজনীতি নয়, স্বদেশের।
মায়াবতী গৃহলক্ষ্মী রাধেন, চুলও বাধেন।
তিনিও কাধে নিয়েছেন অর্ধেক বোঝা
যৌথ-উপার্জন বলে কথা।
তাকে নিতে হয় বাড়তি বিশাল দায়িত্ব -
পরিচর্যা সুসন্তানের।
চাই ভালোমায়ের ভালো সন্তান।
তিনি প্রায়শঃই ভুলে যান
আসলে উনি কি মানুষ নাকি মেশিন?

বাঙ্গালীত্ব বেঁধে চলেন রোজকার নিয়মে
যদি প্রাণপ্রিয় সন্তান সেটা ধরে রাখে
অন্ততঃ একটা প্রজন্ম।

প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক অবধী
চলে যুদ্ধ;
নর্থ সোর, প্রি-ইউনি, স্পোর্টস ইত্যাকার
ছোটাছুটি।
প্রাণান্ত প্রচেষ্টা সবটুকু অর্থ এবং সামর্থ দিয়ে
চাওয়া -
“ওদেরকে দিতে হবে নিশ্চিন্ত পথ
যেন পৌছুতে পারে আরো বেশীদুর গুনে এবং মানে”।

এরপর আসে প্রকৃতির চিরাচরিত নিয়মে
জুটি বাধার পালা।

এবার বাজী ধরতে হয় মাতৃত্ব-পিতৃত্বের
সর্বস্ব ভালবাসা দিয়ে।
কে হবে জীবন সঙ্গিনী
বঙ্গ না অজি, সাদা না কালো, বিধর্মী না স্বধর্মী।

যদি লেগে যায় বঙ্গ,
দুই হাত তুলে শোকর গুজারে আনন্দিত মা
আর উদ্বেলিত বাবা -
যেন ষোলকলা পূর্ণ হোল জীবনের।
যদি না লাগে তবে?
শর্ত আছে অনেক -
প্রশ্ন আছে অজস্র -
‘‘সদ্য দেশাগত ‘ফব‘ চলবেনা’’
‘‘ক্লিক করতে হবে একশভাগ’’
‘‘বলোকি সাদা চলবেনা? তুমি রেসিস্ট’’।
‘‘বিধর্মী? সমস্যা কি? মসজিদে কলমা পরে মুসলমান হোয়ে যাবে’’।
‘‘কেন মুসলিম হবে কেন? আমাকে কি ও খৃস্টান হোতে বলেছে’’?

আহারে বঙ্গ-মাতা-পিতা
আহারে !
তাহাদের কোন ভাষা নেই।
জিম্মি -
পিতৃ স্নেহ আর মাতৃত্বের কাছে।
যখন যেখানে যা সেখানেই তাই,
উপায়ান্তর নেই
একটাই শব্দ ‘আচ্ছা’।
তাই হোক, হোচ্ছেও তাই।

ক্যাথলিক অজি ইসলাম নিয়ে
শেখের মুরিদ হোলেন
অভিনব আরবী বেশ, মানিয়েছে বেশ!

ইসলামের শর্ত মেনে এখুনি ঘর বাধতে হবে
তারিখ দিলেন শেখ, দিন ক্ষণ সব ঠিক।
কোথাও প্রয়োজন নেই জন্মদায়ীর।
তাহারা মনের গহীনে লুকিয়ে ফেললেন কষ্টকে
বললেন মুসলমান? আলহামদুলিল্লাহ!!

দুজনেরি নাম ছাত্রের খাতায়।
মায়াবতী মা আর স্নেহপরায়ন বাবা
জীম্মি।
সন্তানের বিয়ে বলে কথা
সাধ্যের সমস্ত অর্থ ঢেলে অর্থপুর্ন
করেন পরম স্নেহের পরিনয়।

তারপর আরো কিছু বছর চলে

গর্বিত মায়ের বিশাল টিফিন ক্যারিয়ারে ডিনার বাধা;
গর্বিত বাবা করেন ডিনার ডেলিভারী।
সন্তান-জুটি আছে বেশ ফুরফুরে।

এখন, ওদের ব্যস্ততা নিজেদের প্রেস্টিজিয়াস জব
আর বাড়ী-গাড়ির সাজসজ্যায়।
সময় কোথায় অন্তবয়সী বাবা-মাকে সময় দেবার?
স্নেহতো শুধুই নিম্নগামী।

এরপরের কাহিনী চিত্র -
ফুটফুটে একটি শিশু উপহার পায় ওরা।
দুবাহু বাড়িয়ে দেন
অপেক্ষিত একজন আজন্ম জননী
যার আছে অফুরন্ত স্নেহ-ভান্ডার।
তিনি
নিজের জীবনকে আজীবন তুচ্ছ করলেন সন্তানের জন্য।
বিনিময়ে
হাত-কোমর-আর-পিঠ আহত।
লুকিয়ে লুকিয়ে যান ফিজিওতে
পাছে ওই অধিকারটুকুও চলে যায়
চাইল্ড কেয়ারে।

তাহাদের মর্টগেজে ঋণ বাড়ে,
বাড়ে ডায়াবেটিস, বাড়ে ব্লাড প্রেসার,
তার সাথে বাড়ে হতাশা,
বাড়ে নিঃসঙ্গতা।
ভরসায় থাকে সারা জীবনের কষ্টার্জিত
রিটায়ারমেন্ট বেনিফিট।
বিশ্বস্থ সন্তানের দায়িত্ব নেয়
ওই সামান্য কিছু অর্থ।
অর্থবহ করে বাকী জীবন।

সুরম্য আবাস চলে যায়
আদরের ধনদের কাছে।
সেখানে স্থান পায় সুদৃশ্য আসবাব,
দামী কৃষ্টাল;
স্থান হয়না জন্মদাতার।
আর যিনি স্থান পান ওদের আবাসে
তিনি প্রাণান্ত উৎকণ্ঠায় দিনপাত করেন
পাছে কোন ভুল হয়
পাছে এটিকেট সঠিক না হয়।

আহারে বঙ্গ মাতা-পিতা
আহারে !
তাহলে কোন এটিকেট, কোন শিক্ষা ওরা
পেল তাহাদের সমস্ত জীবনের বনিময়ে।

প্রশ্ন শুধুই প্রশ্ন,
উত্তর যদি কোন পাঠক জানেন
তবে তার মঙ্গল হোক।
তাহাদের যিনি তখনও অভিভাবকের
ভুমিকায় আছেন
তাঁকে স্যালুট।

তারপর একদিন স্থান হয় বৃদ্ধাশ্রমে
জীবনের সব সুর হোয়ে যায় একসুর
‘‘ছেড়ে যেতে হবে সব, জীবনের কলরব’’।

১০ ডিসেম্বর ২০০৯